মক্কা সজিদ

NHS Leeds

এন এইচ এস

পারিবারিক নির্যাতন

মুসলিম সমাজের জন্য একটি দিকনির্দেশিকা

সূচীপত্র

সূচীপত্র	page 2
লেখকের কথা–	page 3
ভূমিকা–	page 4-6
সূচনা–	page 7
পারিবারিক নির্যাতন কী?	page 7
পারিবারিক নির্যাতনের কয়েকটি মূলবিষয়–	page 8
পারিবারিক নির্যাতনের মূল্য–	page 9
মুসলিম সমাজে পারিবারিক নির্যাতন–	page 9
পারিবারিক নির্যাতনের ধরণসমূহ–	page 10-11
কিছু পুরুষ কেন তাদের স্ত্রীদের ওপর নির্যাতন করে থাকে–	page 12
নির্যাতিতরা কেন সাহায্য চায় না–	page 13
সমাজের ভূমিকা–	page 14
নারী ও পুরুষ – আলাদা কিন্তু সমান–	page 15
পারিবারিক নির্যাতন রোধে আপনি কী করতে পারেন–	page 15-16
পরিশেষের চিন্ত্মাভাবনা----------	page 17
প্রয়োজনীয় সূত্র সমূহ----------	page 17
পরামর্শ ও সহায়তার জন্য কোথায় যেতে হবে–	page 18

লেখকের কথাঃ

‘পারিবারিক নির্যাতন- মুসলিম সমাজের জন্য একটি দিক নির্দেশিকা’ এবং এটি মুসলিম সমাজে পারিবারিক নির্যাতনের রূপ ও তার প্রতিকারের একটি প্রয়াস। মুসলিম সমাজের এই নির্যাতন সম্পর্কে উপলব্ধি , সচেতনতা বৃদ্ধি ও যথাযথ ভাবে এর প্রতিকারে সাড়া দিতে উদ্দীপ্ত করাই এর লক্ষ্য।

মুসলিম নারী অমুসলিম নারীর চেয়ে বেশী সহিংসতার শিকার হয়, দিক নির্দেশিকাটি শুধু সেই উদ্দেশ্যেই নয় বরং মুসলিম নারীর উপর নির্যাতনের প্রভাব ভিন্নভাবে পড়ার আশংকা রয়েছে বলেই এটি অত্যাবশ্যক। পারিবারিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই দিকনির্দেশিকা স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ এবং এমন সব ইসলামী চিন্তাবিদ ও পন্ডিতবৃন্দ প্রণয়ন করেছেন যাঁরা তাঁদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনাকে একই ভাবে বিজ্ঞান সম্মত ও সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ/রাখবার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন।

যাঁরা এই দিকনির্দেশিকা তৈরীতে অংশ নিয়েছেন তাদের প্রতি আমি অত্যন্ত্ম কৃতজ্ঞ- ব্যক্তিগত ভাবে ইমামগণ, লীডস মক্কা মসজিদ, সাধারন মানুষ এন এইচ এস লীডস এর কর্মচারীবৃন্দ, লীডস সিটি কাউন্সিল, ডোমেষ্টিক ভায়োলেন্স টীম, দি হোয়াইট রিবন ক্যাম্পেইন এবং এশিয়ান রেডিও ফিভার, তাদের অমূল্য অবদানের জন্য আন্ত্মরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

আমি পিসফুল ফ্যামিলিজ প্রজেক্টর সালমা এলকাদি, আবু গিদেইরি এবং মাহা বি, আল খারীবকেও তাদের তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করবার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এসব উপাত্ত তাদের ওয়েবসাইট www.peacefulfamilies.org থেকে পাওয়া যায়।

এই নির্দেশিকাটির ওপর আরো পরামর্শ ও তথ্যের জন্য

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

বুশরা বোস্ত্মান- স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ

ডাইভার্সিটি ইনক্লুশন এন্ড ভালনারেবল গ্রম্নপস টীম

টেলিফোনঃ ০১১৩৮৪৩৫০৪৯

E-mail: bushara.bostan@nhsleeds.nhs.uk

ভূমিকাঃ

সংস্কৃতি, জাতিধর্ম, পটভূমি ও আর্থসামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকল সমাজেই ঘটে চলেছে নারীর ওপর পারিবারিক নির্যাতন ও সহিংসতা।

অন্য সমাজের চেয়ে মুসলিম সমাজের নারীর ওপর পারিবারিক নির্যাতন বেশী হওয়ার সম্ভাবনার কারনেই শুধু এই দিক নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে তা নয়, বরং এর লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) এর শিক্ষা ও আচরন সমূহ স্মরন করিয়ে দেয়া, যাতে মুসলিম ঘর-সংসারে এ ধরনের ইসলাম বিরোধী গর্হিত কর্মকান্ড সংঘটিত না হয়।

বিবাহিত জীবনের ৩৮ বছর মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তার কোন স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেননি বরং পরিবারের প্রতি ভদ্র জনোচিত ও প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ আচরন করে গেছেন। একজন স্ত্রীতো এমনই বলেছেন, "আমি কাউকে তাঁর পরিবারের প্রতি এতটা দয়ালু হতে দেখিনি যেমন আলস্নাহর রাসুল (সঃ) কে হতে দেখেছি।" (মুসলিম)

পারিবারিক নির্যাতনের ধরন নানাবিধ হতে পারে নারী এবং পুরুষ উভয়ই যার শিকার হতে পারে। দৈহিক সহিংসতাই শুধু নয়, ভাবাবেগ এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েও এটি নির্যাতন রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে।

নির্যাতনকারীরা নির্যাতিতদের উপর তাদের আচরনের জন্য আর্থিক সমস্যাদি থেকে সৃষ্ট হতাশা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে বা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অথবা সহকর্মীদের নিয়ে সৃষ্ট সমস্যাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে চায়। শুধু তাই নয় সংস্কার জনিত চাপ অথবা হীনমন্যতা থেকে সৃষ্ট মনোভাবকে প্রাধান্য দেয়ার কারনেও এটি হতে পারে। যার কারনে তারা তাদের দাম্পত্য জীবনে হাতাশ হয়ে স্ত্রীকে নির্যাতনের শিকারে পরিণত করে। আর নিজেদের পদক্ষেপকে যুক্তি সংগত বলে প্রমান করবার জন্য কোন কোন সময় তারা পবিত্র ক্বোরান শরীফের কোন একটি বক্তব্যের বিকৃত অর্থ দাঁড় করায় এবং সেটিকে অপ্রাসাংগিক ভাবে উপস্থাপন করে।

প্রকৃত পক্ষে পারিবারিক নির্যাতনকে ক্ষমা বা উপেক্ষা না করে ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থার কথা বলছে যাতে আলাহর সোবহানাতালার কাছে আত্মসমর্পনের মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। এতে স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তার একটি সম্পূর্ন ভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পবিত্র ক্বোরান শরীফে আলাহ সর্বশক্তিমান বলেন, পুরুষ তার বিবাহিত স্ত্রীকে সুযোগের কারন হিসেবে ব্যবহার না করে বরং উভয়ের সম্পর্কের ভীত, দয়া ও প্রীতির

ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত। "দয়ালু হয়ে তাদের রাখ অথবা দয়ালু হয়েই তাদের ছেড়ে দাও।" কিন্তু আঘাত দিয়ে তাদের রেখনা। যাতে তোমরা সীমা লংঘন করে ফেলতে পার। যদি কেউ তা করে তবে নিজের আত্মার সঙ্গেই অন্যায় করলো আলাহর নির্দেশাবলীকে ঠাট্টা হিসেবে নিওনা। (ক্বোরআন ২:২৩১)

মহানবী মোহাম্মদ (সঃ) পরিপূর্ণ ঈমানকে কারো স্ত্রীর প্রতি শিষ্টাচারের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এটাকে নিজেরও অন্যতম আচরন বলে ঘোষনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে পূর্ন ঈমানদার সেই ব্যক্তি যে সৌজন্য বোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারের দিক থেকে সর্বোত্তম আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর প্রতি সবচেয়ে দয়ালু ও সৌহার্দপূর্ণ।" (তিরমিজি)

পারিবারিক নির্যাতন বা সহিংসতা সম্পূর্ন বৈবাহিক জীবনকেই শুধু একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবে মর্যাদাহীন করে তোলেনা বরং এর কারনে যুবতী মুসলিম নারীদের ইসলাম এমন ত্যাগের পথে এগিয়ে দিতে পারে ফলে তাদের এই উপলব্ধি হতে পারে যে মুসলিম সমাজ ইসলামের রক্ষা করা এবং শান্তি ও দয়া প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এ কারনেই পারিবারিক সহিংসতাকে এমন উপযুক্ত ভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হবে যাতে নারীরা শিক্ষা দীক্ষা ও সাহায্য সহযোগিতা প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্থরা ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার শিকার আর না হয়।

সারা যুক্তরাজ্যে এই সামাজিক ভয়াবহ সমস্যা নারী, পুরুষ ও শিশুদের ক্ষতিগ্রস্থ করছে এবং তাদের দৈহিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক অগ্রগতিকে ব্যহত করছে। পারিবারিক নির্যাতন বিরোধী ব্যবস্থা সঠিকভাবে নেয়া তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন পরিবারের সদস্যরা এবং গোটা সমাজ উপলব্ধি করতে পারে যে, কী ভাবে পুরো পরিবার বা সমাজের ওপরই এর বিরূপ প্রভাব পরে।

মুসলিম সমাজে ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে মসজিদগুলো অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে। মুসলিম নর-নারীদের বৈবাহিক জীবনে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে তারা এ বিষয়টি স্মরন রাখতে পারে যে, ব্যক্তিগত বা কর্মক্ষেত্রের উত্তেজনা ও অস্থির চিন্তা ভাবনা পারিবারিক নির্যাতন বা সহিংসতায় পরিণত করা যাবে না। বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর লক্ষ্য হতে হবে একটি সুস্থ্য ও সহিংসতা মুক্ত পারিবারিক জীবন গড়ে তোলা।

পরিশেষে বলতে চাই, একজন পারিবারিক নির্যাতনকারীকে বুঝতে হবে নির্যাতনের আশ্রয় গ্রহনের মাধ্যমে সে শুধু তার পারিবারিক জীবনকেই ধ্বংস করছে না বরং ইসলামের শিক্ষারও সে বিরূদ্ধচারন করলো।

পারিবারিক নির্যাতন রোধের উদ্দেশ্যে তাকে একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ জীবন কৌশল সমূহঃ উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ক্রোধ সংবরন, ভাববিনিময়, বা যোগাযোগ কৌশলে চাপ হ্রাস ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা নিরসনে ইতিবাচক কৌশল ব্যবহার করতে হবে তেমনি অন্যদিকে তাকে অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তা আলাহর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করবার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে যাতে সে তার অন্তরেও শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন খুঁজে পায়।

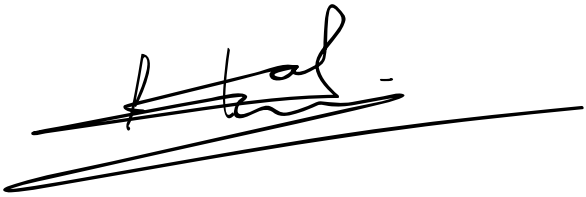

ক্বারী মোহাম্মদ আছিম

লীডস মক্কা মসজিদ

পারিবারিক নির্যাতন

সূচনাঃ

প্রতি বছর সারা বিশ্বে স্বামী ও পরিবারের সদস্যদের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে হাজার হাজার নারী আর এ নির্যাতনের মূল হোতা স্বামী ছাড়াও রয়েছে সাধারনতঃ শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেবর প্রায় সবাই। সব সমাজেই নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে নারী ।

অবশ্য মুসলিম নারীর পারিবারিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা আচরন, সংস্কৃতি এবং চাপ প্রয়োগের দ্বারাই অধিক প্রভাবিত। আর নারী কীভাবে এটি প্রকাশ করে এবং সাহায্য চেয়ে থাকে তার ওপরই নির্ভর করে কতটা প্রতিকার সে পাবে।

এটি আশা করা হচ্ছে মুসলিম প্রবক্তা ও সমাজ পারিবারিক নির্যাতনের বিষয়টি উপলব্ধি করতে এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা দানে এই দিক নির্দেশনাকে কাজে লাগাতে পারবেন।

যদিও মুসলিম নারীর প্রয়োজনের আলোকে এ দিক নির্দেশনা প্রণীত হয়েছে, আমাদের মনে রাখতে হবে মুসলিম পুরুষ ও তার স্ত্রী ও স্ত্রীর আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতিত হতে পারে।

বিদেশী বা প্রবাসী আত্মীয়দের ওপর নির্ভরশীল এ ধরনের নির্যাতিত পুরুষ দৈহিক নির্যাতন ছাড়াও ভাবাবেগ জনিত মনোপীড়ার শিকার হয়ে থাকে। এদেরও নির্যাতিত নারীর মতই একই ধরনের সাহায্য সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। তাই নির্দেশিকাটি তাদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে।

পারিবারিক নির্যাতন কী

গৃহাভ্যন্ত্বরে বা পরিবারে নির্যাতন, যাকে আমরা সহিংসতাও বলতে পারি তা দৈহিক বা শারীরিক হতে পারে, শারীরিক নাও হতে পারে, যৌন আবেগ তাড়িত অথবা আর্থিক নির্যাতনও হতে পারে। আর প্রসংগত এ নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে পারে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্কের মধ্যেই। এটি স্বামী-স্ত্রী বা দুই নারীর বা সাবেক দু'স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। সাধারনতঃ গৃহাঅভ্যন্ত্বরীণ এই নির্যাতন চলে। তবে সম্প্রসারিত পারিবারিক পরিস্থিতিতেও এটি ঘটতে পারে এবং সেখানে অন্য পরিবারের সদস্যরাও এই অপকর্মে শরীক হতে পারে।

সূচনা (৩)

পারিবারিক নির্যাতন

কী?

পারিবারিক নির্যাতন (যা পারিবারিক সহিংসতা হিসেবেও উলেস্নখ করা হয়েছে) যে কোন ধরনের দৈহিক, অশারীরিক, যৌন, ভাবাবেগ জনিত অথবা আংশিক নির্যাতনের রূপে ঘটতে পারে এবং তা একটি ঘনিষ্ট সম্পর্কেও ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। এই সম্পর্ক সাধারনত সঙ্গী বা দম্পতির অথবা সাবেক দম্পতির মধ্যে হতে পারে (যা সাধারনত গৃহাঅভ্যন্তরে হতে পারে)। তবে এটি সম্প্রসারিত পারিবারিক পরিস্থিতিতেও হতে পারে অর্থাৎ অন্য পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমেও তা ঘটতে পারে।

কয়েকটি অভিন্ন নির্যাতনের মধ্যে রয়েছেঃ-

- দৈহিক বা শারীরিক হামলা যেমন- আঘাত করা, ঘুষি মারা, চড়-থাপ্পড় দেয়া, লাথি মারা।
- স্ত্রী নারী বা পুরুষকে গালি দেয়া।
- তাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুদের সাথে দেখা করতে না দেয়া।
- যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকার করা।
- নিজেদের অসঙ্গত আচরনের জন্য তাদের দোষারোপ করা।

পারিবারিক নির্যাতন সম্পর্কিত যথার্থ ঘটনা সমূহ

- ৪ জনের মধ্যে ১ জন নারী এবং ৬ জনের মধ্যে ১ জন পুরুষ তাদের জীবনে অন্তত একবার হলেও পরিবারিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। নারী নির্যাতনের ঘটনার বার বার পুণরাবৃত্তি হতে থাকে এবং এজন্যে সে এর ধরন দেখে ভীত হয়ে পড়ে।
- ইউরোপে ১৬ থেকে ৪৪ বছরের নারীর খারাপ স্বাস্থের অন্যতম কারণ হচ্ছে পারিবারিক নির্যাতন। এটি ক্যান্সারের চেয়ে অথবা সড়ক দুর্ঘটনার চেয়েও বেশী সাধারন ঘটনায় পরিনত হয়েছে। নিউ ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল-২০০৪)।
- যুক্তরাজ্যে অন্তত্মতঃ দুজন নারী প্রতি সপ্তাহে বর্তমান স্বামী বা পূর্বের স্বামীর হাতে নিহত হয় (এন্ডিং ভায়োলেন্স উইমেন এন্ড গার্লস এ্যাগেইনষ্ট উইমেন এন্ড গার্লস ষ্ট্রাটেজি ২০১০)
- যুক্ত রাজ্যের পুলিশ প্রতি মিনিটে সাধারন লোকের কাছ থেকে পারিবারিক নির্যাতনের জন্যে সহায়তা চেয়ে একটি হলেও টেলিফোন কল পেয়ে চলেছে।
- এক বছরে গড়ে ১০ জন নারীর মধ্যে একজন তার সঙ্গী বা স্বামী বা সাবেক স্ত্রীর মাধ্যমে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। লীডস-এ সে হিসেবে ৩৫ হাজারের বেশী নারী এই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। (হল্টঃ ২০১১)

- যদিও পুরুষ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে, তবে নির্যাতিত বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠই হচ্ছে নারী।
- পারিবারিক নির্যাতনের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে স্বাস্থ্যের ওপর। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চ হারে নারীর মানসিক অসুস্থ্যতা যা মানসিক বিষন্নতা, উদ্বেগ, চাপ, আত্ম-ক্ষতি এবং আত্মহননের কারণ হতে পারে।
- পারিবারিক নির্যাতন প্রত্যক্ষকারী শিশুরা ভাবাবেগ তাড়িত অবস্থায় নিজেরাও নির্যাতনের শিকার হওয়ার মতই মনস্তাত্ত্বিক আঘাত জনিত অসুস্থতায় ভুগতে থাকে।
- পারিবারিক নির্যাতন মুসলিম সমাজসহ সকল সমাজকে প্রভাবিত করে থাকে। অবশ্য সাক্ষ্যপ্রমানে দেখা যায় যে, জাতিগত সংখ্যালঘু নারীর অনেকেই সংস্কার জনিত মনোভাবের কারনে নিয়মিত নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে এবং এ কারনে সাহায্য চাওয়া আরো অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিবারটির ওপর লজ্জাবোধের বোঝাটি আরো বেশী করে নেমে আসে।

পারিবারিক নির্যাতনের মূল্য

পারিবারিক নির্যাতন বাবদ ব্যয় বা মূল্য অনেক। প্রায় ৩ শতাংশই শারীরিক আঘাত নিরাময়ের পেছনে এন এইচ এস বাজেট থেকে ব্যয় করতে হয় । স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী নারী ও মেয়েদের নির্যাতন মূল্য বাবদ সমাজকে ৩ হাজার ৬ শত ৭০ কোটি পাউন্ড ব্যয় করতে হয় (ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এ্যাকশন পস্ন্যান ২০১০) অবশ্য আসল ব্যয়ভার আরো বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারন সহিংসতার ঘটনা বহু ক্ষেত্রেই প্রকাশ করা হয় না। শুধু লীডসেই পারিবারিক নির্যাতনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বার্ষিক ব্যয়ভার ৩২ কোটি পাউন্ডের বেশী হবে বলে হিসেব করা হয়েছে। এটি মাথাপিছু ৪৪৭ দশমিক পাঁচ তিন পাউন্ডের সমান।
(লীডস ডিভি ষ্টাটিজিক ২০০৮-১১)
মনে রাখতে হবে পারিবারিক নির্যাতনের এটি সাধারন তথ্য-উপাত্ত এবং তা শুধু নির্দিষ্টভাবে মুসলিম সমাজের নয়।

মুসলিম সমাজে পারিবারিক নির্যাতন

পারিবারিক নির্যাতন নিয়ে খোলামেলা আলোচনায় বহু মুসলমানই অস্বস্তি বোধ করে থাকেন। এই বিষয়ে তাদের চুপ থাকবার কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে তারা মনে করেন এতে ইসলামের দুর্নাম হবে। এটি বিরল ঘটনা হতে পারে তবে পারিবারিক নির্যাতনের পর্যায় বা মাত্রা মুসলিম সমাজে কতটা রয়েছে তা অজ্ঞাত। তবে সন্দেহ নেই এটি ঘটছে।

ইসলাম নারী বা অন্য কারো ওপর পারিবারিক নির্যাতন বা সহিংসতাকে ক্ষমা বা উপেক্ষা করে না। আসলে নির্যাতনকারী ব্যক্তিরাই সম্পূর্ণরূপে ইসলামের দয়া, ক্ষমা, মহানুভবতা ও মাফ করে দেয়ার শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে এ ধরনের কর্মকান্ড চালায়। ক্বোরান এবং হাদিসে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীর আচরন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উলেখ রয়েছেঃ এবং তাঁর নিদর্শন গুলোর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্যে সঙ্গী বা জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদের তাদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে পারো, আর তিনি তোমাদের পরস্পরের হৃদয়ে, পরস্পরের জন্য ভালবাসা ও ক্ষমা অর্পণ করেছেন।
(ক্বোরান ৩০:২১)

মহানবী মোহাম্মদ (সঃ) তাঁর ৩৮ বছরের বিবাহিত জীবনে পারিবারিক নির্যাতনের বা অসদাচরনের একটি নজিরও আমরা খুঁজে পাইনা। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছেঃ আমাদের উদাহরন হচ্ছেন মহানবী (সঃ) এবং আমরা এমন কোন আচরন মেনে নিতে পারিনা যা তার জীবন পরিচালনার পথের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। মহানবী মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "আমি সুপারিশ করছি, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহৃদয় আচরন করবে। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সর্বোত্তম আচরন করে। (তিরমিজি)

পারিবারিক নির্যাতনের ধরন

বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সংক্রান্ত সমস্যা উপলব্ধির জন্যে এই অধ্যায়টিতে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, এর ব্যপকতা ও নারীর এবং পুরুষের ওপর এর প্রভাব কতটা বিস্তৃত হতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে।

সবচেয়ে সাধারন বা অভিন্ন প্রকৃতির নির্যাতনটি হলো আবেগ তাড়িত ও মানসিক। এর মধ্যে স্ত্রীকে মৌখিক তালাকের হুমকি, পুনরায় বিয়ে করার অথবা/যা করতে বলা হচ্ছে তা না করলে ছেলেমেয়েদের তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার হুমকি, ভীতি প্রদর্শন, ক্ষতি করার হুমকি, হেনস্তা করা, অপমান করা, উপহাস করা, গালি গালাজ, নিন্দা, মিথ্যা অপবাদ সবকিছুর জন্যে দোষারোপ করা, উপেক্ষা করা, স্ত্রীর সব কাজকে নাকচ করে দেয়া, অথবা তার সব প্রয়োজনকে উপেক্ষা বা উপহাস করা, তাকে উপেক্ষা করা এবং নীরবতা পালন, তার ওপর নজরদারি করা, তার চলাচলে বা স্বাস্থ্যসেবা লাভে, খাওয়া দাওয়ায়, কাপড় পাবার, টাকা খরচে, বন্ধুদের বা সামাজিক সেবা কাজে বিধি নিষেধ আরোপ, ব্যক্তিগত বা সামাজিক ভাবে একঘরে করে রাখা চরম হিংসা বা আয়ত্তে রাখার মনোভাব পোষন করা, মিথ্যা বলা ও ওয়াদা ভংগ করা বিশ্বাস নষ্ট করা ইত্যাদি হচ্ছে নির্যাতনের বিভিন্নমুখী প্রকাশেরই নমুনা।

মুসলিম পরিবার বা গৃহে এই পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রুপ ধারন করতে পারে। ইসলামী শিক্ষার বিকৃত উপস্থাপনার মাধ্যমে নারীকে নারী বলে অপদার্থ মনে করানো এবং তার ব্যর্থতার জন্য দোজখে যেতে হবে বলে ধারনা দেয়ার মাধ্যমে এই নির্যাতন ভিন্ন মাত্রা পেতে পারে। ভাবাবেগতাড়িত নির্যাতন প্রকাশ্যে বা গৃহাভ্যন্তরেও সংঘটিত হতে পারে।

যদিও এটি মহানবী মোহাম্মদ (সঃ) এর শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, মুসলিম সমাজ মানসিক নির্যাতনের গুরুত্বটি নাকচ করেই দিয়ে থাকে এই বলে যে এটি স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার তুচ্ছ তর্কাতর্কি ছাড়া কিছু নয় কেননা স্বামিটি তো আর তার স্ত্রীকে মারধর করেনি। তাই সমাজের জন্য এটি গুরুত্ব বহন করে না। বাস্তব ক্ষেত্রে মানসিক নির্যাতন বহু মুসলিম নারীর মনস্তাত্বিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে তাদের আত্ম সম্মান বোধ ধ্বংস হয়ে যায় এবং নিজেদেরই মূল্য বোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে থাকে। আর কোন কোন সময় তারা মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলে।

এছাড়াও মনস্তাত্বিক নির্যাতন শারীরিক নির্যাতনের দিকেও এগিয়ে দিতে পারে। মনস্তাত্বিক নির্যাতন- এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে ধাক্কা দেয়া, ঠেলা দেয়া, গলাটিপে শ্বাসরোধ করার চেষ্টাকরা, প্রহার করা, চড় মারা, ঘুষি দেয়া, লাথি মারা, কোন অস্ত্র বা হাতিয়ার দিয়ে আঘাত করা, বেঁধে ফেলা, অসুস্থ বা আহত হলে নারীকে সাহায্য দানে অস্বীকৃতি জানানো, ঘর থেকে জোর করে বের করে দেয়া ইত্যাদি। দৈহিক নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি ও মাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠতে পারে।

তৃতীয় ধরনটি হলো যৌন নির্যাতন ঃ- এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে বলাৎকার বা ধর্ষণ। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, স্ত্রী স্বাস্থগত কারনে মিলিত হতে না চাইলেও স্বামী তাকে যেকোন ভাবেই হোক জোর করে বাধ্য করে থাকে।

উলিস্নখিত তিন ধরনের নির্যাতন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত থাকতে পারে। মুসলিম পুরস্নষ, অমুসলিমদের মতই প্রায়ই মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে এটি শুরু করে এবং ক্রমেই চরমে পৌঁছে যায়।

কিছু লোক কেন তাদের স্ত্রীকে নির্যাতন করে থাকে?

নির্যাতনকারী কেন কিছু লোক হয়ে থাকে তার জন্যে শুধু একটি কারণ থাকে না, বেশ কয়েকটি বিষয় বা কারণ এর পেছনে কাজ করে থাকে বা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ ব্যাপারে সামাজিক শ্রেণী, ধর্ম সংস্কৃতি অথবা জাতিগত পটভূমি যাই থাকুক, সচেতন বা অসচেতন অবস্থায় সব মানুষের আচরন ও পছন্দকে এসব কারণ প্রভাবিত করতে পারে। নির্যাতনকারীদের কেউ কেউ নিজেরাও নির্যাতন করার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে থাকে তারা তখন প্রায়ই একটি ধারাচক্রের অংশেই পরিণত হয়। যেমন-নিজেদের বাবাকে মার ওপর নির্যাতন চালাতে দেখে একটা অভ্যাসকে রপ্ত করে ছেলে এবং তাদের আপন ছেলেমেয়েরাও

তেমনি মাকে নির্যাতনের শিকার হতে দেখে এমন আচরন শিখে ফেলে। সহিংসতার পরিবর্তে ছেলেমেয়েদের নারীর সঙ্গে কী ধরনের ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলা বা কী ধরনের আচরন করা সংগত তা দেখেও শেখা প্রয়োজন। কেননা বিশেষতঃ যারা নির্যাতন ও সহিংসতা দেখেই বড় হয়েছে তাদের জন্যে সহিংসতা বর্জন করে ভাল ব্যবহার করাটা কঠিন হয়ে পড়ে এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ন দিক। কারণ যতদিন ধরে মুসলিম সমাজ এই নির্যাতন সহ্য করে যাবে ততদিনই এই ধারাক্রম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মাঝে চলতেই থাকবে।

বিভিন্ন সংস্কার জনিত কারনে কোন কোন মুসলিম পুরুষ এই ধারণা পোষণ করে যে, স্ত্রীকে প্রহার করা একটি স্বাভাবিক ঘটনা এবং স্ত্রী তার সম্পত্তিরই একটি অংশ মাত্র। কিছু স্বামী অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, রাজনৈতিক নির্যাতন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমস্যা অথবা কোন হীনমন্যতা জনিত হতাশাকে স্ত্রীর উপর সহিংস নির্যাতন চালানোর অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায়।

কোন কোন মুসলিম পুরুষ প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে তাদের নির্যাতনমূলক কর্মকান্ডের যর্থাথতা প্রমানের মাঝেই ব্যবহার করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তারা ক্বোরানের অপব্যাখ্যা দিয়ে তাদের অশুভ কাজে লাগায় এবং "নারীর রক্ষাকর্তা ও আশ্রয় দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ "পুরুষ নারীর রক্ষাকারী ও সংরক্ষনকারী" ক্বোরানের বই বানীরূপ অপব্যবহার করে নারীর ওপর জোর জুলুম চালায়। এধরনের পরুষ, নারীর কাছ থেকে পূর্ণ আনুগত্য দাবি করে এবং স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ জারি করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে তারা গৃহের প্রধান কর্তা হয়ে পুরো পরিবারের প্রতি সদয় ও স্নেহপূর্ণ আচরন করার ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করে থাকে। আর এজন্যেই তারা সিদ্ধান্ত্ব নেওয়ার সময় পরিবারের কারো সঙ্গে পরামর্শও করতে চায় না।

লোকজন সাহায্য চায় না কেন?

একটি সমস্যা হলো বহু মুসলিম (নারী ও পুরুষ) অন্য মুসলিমদের ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া পারিবারিক বিষয়ে জড়িত হতে চায় না। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্ত্মাব দিয়ে অথবা তাদের মুসলিম পরামর্শকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা নিরসনের জন্য উৎসাহিত করে কোন মুসলিম বন্ধুর বা প্রতিবেশীর পরিবারে নির্যাতন বন্ধ করবার চেষ্টার পরিবর্তে অনেক মুসলিমই চোখ বন্ধ করে থাকেন, ভাবখানা এই যে একটি সমস্যা ঘটেছে তা তারা জানেন না (এমনটা অমুসলিম পরিবারের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে) এভাবেই পারিবারিক নির্যাতন বা সহিংসতা ঘটেই চলেছে।এই নির্যাতন বন্ধ না হওয়ার আরেকটি কারন রয়েছে এবং তা হচ্ছে বহু নির্যাতিত মুসলিম নারী তাদের প্রতি নির্যাতনের বিরূদ্ধে কোন সাহায্যই চায় না। তারা শংকিত হয় এইজন্যে যে, তাদের

এই দুরবস্থা জানাজানি হলে তাদের ব্যাক্তিগত গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে এবং তারা আরো শংকিত এ জন্যেই যে নির্যাতনকারীরা যখন দেখবে নেতিবাচক প্রচারনাটি তাদের কাছেই ফিরে এসেছে তখন তারা আরো বৈরী মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হবে । তাছাড়া বহু মুসলিম নারী, নির্যাতনের ব্যাপারে মুখ খোলেনা কারন তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে। তারা মনে করে যে, এ ধরনের নির্যাতন যে কোন কারনেই হোক তাদের প্রাপ্য। নির্যাতিত মুসলিম নারী হাতাশার বশবর্তী হয়েও নিরব থাকে এবং তাদের মাঝে একটা ধারনা বা বিশ্বাস কাজ করে যে, তাদের কেউ সাহায্য করতে আসবে না। তাদের মাঝে এ সত্যও কাজ করে যে, তারা আর্থিক দিক দিয়ে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। ছেলেমেয়েদের খাতিরেই পরিবারের ঐক্য বজায় রাখার ইচ্ছাটিও এক্ষেত্রে তাদের মাঝে ভূমিকা রেখে থাকে, এমনকি নির্যাতনকারী স্বামীর প্রতি ভালবাসাও স্ত্রীর মুখ না খোলার কারন হতে পারে। অন্য মুসলিম নারীরা অনেকেই নির্যাতনকে জীবনের বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়ে এর মাঝেই বসবাস করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।যে সব নারী নির্যাতন সহ্য করার শেষ সীমায় পৌছে গিয়ে সাহায্য চেয়ে থাকে, তাদের অনেকেই মসজিদের ইমামদের কাছেই ধর্না দেয়। দুর্ভাগ্যবসতঃ ইমামগণসহ বেশীর ভাগ সমাজ নেতারা পারিবারিক নির্যাতন বা সহিংসতা সম্পর্কে সম্যক প্রশিক্ষনের অভাবে সমস্যাটি মোকাবিলায় তেমন জ্ঞান রাখেন না।উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, নির্যাতনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার প্রস্তাব বিপদজ্জনক হতে পারে যদি না নির্যাতনকারী ও নির্যাতিতাকে আলাদা ভাবে সমর্থন দেয়া হয়। ইমামগণ পরিস্থিতি আরো ঘোলা করে তুলতে পারেন, যদি দম্পতিকে একসঙ্গে আলোচনায় বসতে বলেন বা পারিবারিক গোপনীয়তাকে ব্যাক্তিগত ভাবে যে কোন নারীর ওপর সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেন। আর এটাই যদি হয় তবে নির্যাতিত অন্য নারীরা সাহায্যের জন্য তাদের ইমামদের কাছেই যাবে না।

নির্যাতিত মুসলিম নারী সাহায্যের জন্যে আত্মীয়দের কাছেও যেতে পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে শুধু নির্যাতনকে মেনে নেয়ার জন্যে তাদের বলা হবে কেননা আত্মীয়রা তাদের আত্মীয় পরিবারের ইজ্জত ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে এমন কঠিন কোন পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষে যাবেন না।

মুসলিম সমাজ যেহেতু নির্যাতিত নারীকে প্রায়ই দুর্ভোগে ফেলে দেয় সে জন্য বহু নির্যাতিত মুসলিম নারী অমুসলিমদের পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রে সাহায্য প্রার্থী হয়ে থাকে। নির্যাতিত মুসলিম নারীদের আশ্রয় কেন্দ্র বা উদ্বাস্তু শিবিরে গেলে অমুসলিম সমাজ কর্মীদের কাছে ইসলামের নেতিবাচক চিত্রটি অন্যায় হিসেবে ধরা দিতে পারে এবং তারা ভেবে নিতে পারে যে, মুসলিম সমাজে স্ত্রী নির্যাতন সহ্য করা হয়।

নির্যাতিত মুসলিম নারী যদি দেখে মুসলিম সমাজ ইসলামের ওয়াদা সমূহ যেমন- নারীকে রক্ষা করা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ও বোনের মর্যাদা সমুন্নত রাখার ওয়াদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে তবে সে নারী আরো কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগও করতে পারে।

সমাজের ভূমিকাঃ

বহু মুসলিম নির্যাতিত নারীকে রক্ষার দায়িত্ব পালনে এবং নির্যাতনকারী ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান করতে মুসলিম সমাজ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। সমাজকে এটি মেনেই নিতে হবে যে, পারিবারিক নির্যাতন একটি সমস্যা এবং এটি আরো অনেক কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হবে যাতে অবিলম্বে নির্যাতন মূলক পরিস্থিতিতে মানুষের দুর্ভোগ বন্ধ হয় এবং সুস্থ্য মুসলিম পরিবার সমূহ গড়ে ওঠে।

সামাজিক শিক্ষা অর্জনে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যা আজ থেকেই শুরু করা যাক। সমাজ নেতাদের এবং সংশি□ ষ্ট মুসলিমগণের এই সমস্যা সম্পর্কে জনগনকে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। জনগণকে নির্যাতিতাকে সহায়তার প্রচেষ্টা সম্পর্কেও জানাতে হবে এবং ভবিষ্যৎ নির্যাতনের পথ বন্ধ করতে হবে। এ কাজ শুক্রবারের খুৎবা, শিক্ষা, সেমিনার এবং ওয়ার্কসপ বা কর্মশিবিরের মাধ্যমেও করা যেতে পারে।

এসব শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমেই নির্যাতন বা সহিংসতা কমিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে, আর সেটি একটি বার্তা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমেই করা যেতে পারে। সে বার্তাটি হলো– মুসলিম সমাজ আর নারী নির্যাতন সহ্য করবো না।

এছাড়া সমাজকে মুসলিম পুরুষ, যুবক বা বয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যে ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব ক্লাসে কী করে সু স্বামী বা সু পিতা হওয়া যায় এবং মুসলিম নারীদের শিশু যুবতী অথবা বয়স্ক সবাইকে শিখাতে হবে সুপত্নী বা সুমাতাকে নির্যাতনের বিষয়ে নিরব থাকার প্রয়োজন নেই। মুসলিম নারী ও পুরষকে এসব গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব কী তা জেনে নিতে হবে।

নারী ও পুরুষ আলাদা কিন্তু সমান ঃ

পুরুষ ও নারীকে আলাদা করে সৃষ্টি করা হয়েছে। শারীরিক ভাবে আমরা আলাদা। আমাদের নারী ও পুরুষ পরস্পরকে বুঝে নিতে হবে এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ কী ভাবে বজায় রাখা যায় তা জেনে নিতে হবে। পুরুষ ও নারী একই রকম হওয়ার চেষ্টা চালাবে এমন জবাব এটি না। নারী ও পুরুষকে বুঝে নিতে হবে তাদের স্ব-স্ব সুষম ভূমিকা এবং একে অপরের পরিপূরক হওয়ার চেষ্টা কেমন হতে পারে। মহানবী মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন– "নারীরা পুরুষদের যমজ/অর্ধাঙ্গিনী" (আবু দাউদ)

পুরুষের আধিপত্যের নির্যাতন সংশোধনের লক্ষ্যে পুরুষকে তাদের আধিপত্যের গুনাবলীকে ভালকাজের জন্যে ব্যবহারে নিয়োজিত করতে হবে।তাদের শক্তিকে নারীর সুরক্ষা ও সংরক্ষনের কাজে লাগাতে হবে এবং নারীকে তার যথার্থ সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে হবে।

ইসলাম নারীকে শিক্ষিত হওয়ার জন্যে, কাজ করতে, সম্পদের মালিক হতে এবং ব্যবসায় নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করে। ইসলাম নারীর মূল্য ও মহিমাকে সমাজে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন।

মাহানবী মোহাম্মদ (সঃ) এর পত্নী সায়িদিনা খাদিজা ছিলেন মুসলিম নারীর জন্যে এক আদর্শ নমুনা। তিনি একাধারে একজন ব্যবসায়ী মহিলা, একজন স্ত্রী ও একজন মায়ের ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন।

আপনি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে কী করতে পারেন?

মুসলিম নারী পরুষ সবারই অন্যায়ের বিরূদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং সব ধরনের নির্যাতনের বিরূদ্ধে লড়াই করা কর্তব্য। যদি কেউ জানতে পারেন যে, নির্যাতন হচ্ছে তবে তাকে সম্ভব হলে প্রতিরোধ করতে হবে এবং এটি তার কর্তব্য। আর এজন্যই পরিবারের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এবং গোটা সমাজকে এই দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। এই অধ্যায়ে পারিবারিক নির্যাতন রোধে ব্যাক্তিগত ভাবে জনগণ এবং সমাজে যে কয়টি পদক্ষেপ নিতে পারে তা উলে□খ করা হলো।

মুসলিম পুরুষ আমাদের সমাজে সবধরনের নির্যাতনের অবসান ঘটানোর জন্যে যা করতে পারেন তা হলো-

- নারীর উপর (মা, মেয়ে, বোন) নির্যাতনের বিরূদ্ধে সোচ্চার হতে পারেন এবং স্বীকার করে নিতে পারেন যে বাস্তবেই এটি ঘটেছে।
- এ ব্যপারে সুস্পষ্ট ধারনা রাখতে হবে যে, নারীর উপর নির্যাতন বা সহিংসতা চালানো একটি লজ্জাজনক বিষয়।
- সহিংসতা বা নির্যাতনকে যথার্থ বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন। যেমন- কেউ বলেন, স্ত্রী আমাকে জ্বালাতন করেই যাচ্ছিল আমি এক পর্যায়ে মেজাজ হারিয়ে ফেলি।
- এ ব্যপারে পরিষ্কার ধারনা থাকতে হবে যে, নির্যাতনকারী পারিবারিক ইজ্জত নষ্ট করে থাকে এবং তাকেই লজ্জিত হতে হয়, নির্দোষ নির্যাতিতকে নয়।
- ছেলেমেয়েদের এবং বয়স্কদের মনে এটি গেঁথে দিতে হবে যে, মহানবী মোহাম্মদ (সঃ) কখনো তাঁর কোন স্ত্রীর উপর প্রহার করেননি।
- যেহেতু বিষয়টি গোপন বা ঘরোয়া বিষয় নয়, সেজন্য প্রকাশ্যে পুরুষ যেমন তার স্ত্রীকে সম্বোধন বা সম্মান জানায় তেমনি প্রকাশ্যে এমন সদাচরনের মাধ্যমে সে নজির স্থাপন করে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে।

- ❖ পুরুষরা অন লাইন হোয়াইট রিবন ক্যাম্পেন? (www.whiteriboncampaign.co.uk)-এ স্বাক্ষর করে ব্যাক্তিগত ভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে, তারা কোনদিন নারীর ওপর কোন ধরনের নির্যাতন চালাবে না বা ক্ষমা বা উপেক্ষা করবে না অথবা এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকবে না।

যদি সব পুরুষ এই পদক্ষেপ নিতে মতৈক্যে পৌঁছে এবং তা কার্যকর করে তবে তা নারী নির্যাতন বন্ধে একটি অবদান রাখবে।

মুসলিম নারীরা অনুরূপভাবেই অন্য নারীদের সে ভাবে সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে।

তারা আরো যা করতে পারে– তা হলো-

- ❖ নির্যাতিত মহিলাদের সাথে দেখা করে এটি বুঝিয়ে দিতে পারে যে তারা একা নয়।
- ❖ নির্যাতন কালে আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা ক্লান্ত্ম হয়ে পড়লে ছেলেমেয়েদের সহায়তা করা যেতে পারে।
- ❖ নির্যাতিতাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে পারে।
- ❖ নির্যাতিতা কী বলে তা শোনা এবং বিশ্বাস করা।
- ❖ নির্যাতিতাকে থাকা বা চলে যাওয়ার ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত্ম নিতে দেওয়া কেননা সে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক হিসাবে নিজের সিদ্ধান্ত্ম নিজেই নিতে পারে।
- ❖ নির্যাতিতদের জানাতে হবে তারা কি ধরণের সেবা ও সাহায্য সমর্থন পেতে পারে।

ইমাম গণঃ উলিখিত সমর্থন সহায়তা ছাড়াও ইমাম গণ আমাদের সমাজে সবধরনের নির্যাতনের অবসানকল্পে সমর্থন সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন।

- ❖ তারা সমাজে নিয়মিত খুৎবায় এধরনের নির্যাতনের বিরূদ্ধে কথা বলে জনমত গড়ে তুলতে পারেন।
- ❖ তারা বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহকে (যেমন হোয়াইট রিবন ক্যাম্পেইন) মসজিদে প্রশিক্ষন দিতে বা কর্মশালার ব্যবস্থা করতে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।
- ❖ নিজেরা পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ক প্রশিক্ষন নিতে পারেন যাতে তারা ব্যাপারটি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করে সাহায্য বা পরামর্শ দিতে অথবা প্রয়োজনীয় সেবা সমূহ গ্রহনে সহায়তা করতে পারেন।
- ❖ হোয়াইট রিবন ক্যাম্পেইন (ডজঈ) যুক্তরাজ্যে গোবাল ক্যাম্পেইনের একটি শাখা। এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হচ্ছে পুরুষকে নারীর ওপর নির্যাতনের মাত্রা হ্রাসে অধিকতর দায়িত্বশীল করে তোলার কাজটি নিশ্চিত করা।

সমাপনী চিন্তাভাবনা ঃ

ইসলাম হচ্ছে ন্যায় ও ক্ষমার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্ম। আর এটি এমন এক ধর্ম যা সুস্থ্য ব্যক্তি জীবন ও শান্তিপূর্ণ পরিবার গড়ে তোলাকে মূল্য দেয়। ইসলাম আমাদের সমাজের সক্রিয় সদস্য হতে এবং নির্যাতন রোধে যে কোন বা সব ধরনের সহায়তা প্রদানে উৎসাহ যোগায়।

যে মুসলিম সমাজ এই সামাজিক সমস্যার অস্তিত্ব অস্বীকার করবে সে সমাজটি নির্যাতন বিস্তারেরই নাম প্রসস্ত করবে এবং এভাবে পরিবার সমূহ ধ্বংস করে নিজের সমাজকেও ধ্বংস করে ফেলবে। মুসলিমদের অন্য মুসলিমের এবং অমুসলিমদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে এমন সুস্থ্য ও কর্মক্ষম প্রানচঞ্চল সমাজ গড়ে তোলার সময় এসে গেছে। যে সমাজ শুধু সুস্থ্য ও শান্তিপূর্ণ পরিবার গড়ে তোলার ও সংরক্ষনের মাধ্যমেই টিকে থাকতে পারে।

পবিত্র কোরআন মুসলিমদের এই শিক্ষাই দেয় যে, যদি তোমার নিজের বা পিতামাতার বা আত্মীয়স্বজনের বিরূদ্ধেও হয় তথাপি তোমাকে ন্যায়ের পক্ষেই দৃঢ় ভাবে আলাহর কাছে সাক্ষী হিসেবে দাঁড়াতে হবে। আর আলাহর খুশির জন্যেই দুর্বল বলে লাঞ্ছিতদের ও অত্যাচারিত বা নিপিড়িতের পক্ষে তোমাকে লড়াই করতে হবে। এজন্য যদি কোন ব্যাক্তি অন্য কারো উপর অন্যায় করে অথবা কোন পক্ষ অন্য পক্ষের উপর অন্যায় করে তবে আমাদের নির্যাতনকারীদের বিরূদ্ধে ততক্ষন লড়ে যেতে হবে যতক্ষন পর্যন্ত তারা আলাহর শাসন বা নির্দেশকে মেনে না নেয়।

প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহঃ

হেল্পিং ভিকটিমস অব ডোমেষ্টিক এবইউজ ইমামদের এবং সমাজ নেতাদের জন্য দিক নির্দেশিকাঃ পাওয়া যাবে

(www.issausa.org)

হোয়াইট ইসলাম সেয়েজ এব্যাউট ডোমেষ্টিক ভায়োলেন্স– মুসলিম পরিবার গুলোর জন্য একটি দিকনির্দেশিকা পাওয়া যাবে। (www. peacefulfamilies.org)

ইসলাম এন্ড ডোমেষ্টিক ভায়োলেন্স– একটি ধারাভাষ্য পাওয়া যাবে

(www.whiteriboncampaign.co.uk)

পরামর্শ ও সহায়তার জন্য কোথায় যাবেন।

নারী ও পুরুষকে পরামর্শ ও বাস্তব সাহায্য দেয়ার জন্যে বহু সংস্থা রয়েছে। এখানে কয়েকটি সংস্থার তালিকা দেয়া হল।

ন্যাশনাল ডোমেষ্টিক ভায়োলেন্স হেল্পলাইন (উইমেন)

০৮০৮২০০০২৪৭

দি মেনস এ্যাডভাইস লাইন

০৮০৮৮০১০৩২৭

ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার পুলিশ

নন-ইমার্জেন্সী পারিবারিক নির্যাতন সমন্বয়ক চাইতে পারেন- ১০১

লীডস ডোমেষ্টিক ভায়োলেন্স সার্ভিসেস (এলডিভিএস)

লীডস নারী পুরুষ সবার জন্যে পারিবারিক নির্যাতনে সাহায়তার জন্যে- ০১১৩২৪৬০৪০১

দি হোয়াইট রিবন ক্যাম্পেইন

সময় বাচাতে অথবা শুধু অনলাইন স্বাক্ষর করণ যাতে রয়েছে আপনি নির্যাতন করবেন না, নারীর উপর সহিংসতা ক্ষমা বা উপেক্ষা করবেন অথবা নীরব থাকবেন না। আরো তথ্যের জন্য সংযোগ করুন কার্যালয়ে- ০১৪২২৮৮৬৫৪৫ অথবা ভিজিট ওয়েবসাইট (www.whiteriboncampaign.co.uk)

“এবং তার নিদর্শনের মধ্যেই রয়েছে এটি যে তিনি তোমাদের মধ্যেই তোমাদের জন্যে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের (হৃদয়ের) মধ্যে ভালবাসা ও দয়া অর্পন করেছেন। ”(ক্বোরানঃ ৩০:২১)

“ওহে! তোমরা যারা ঈমান এনেছ দৃঢ়চিত্তে আলাহর সম্মুখে সাক্ষী হিসেবে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াও, যদিও ওই সাক্ষ তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতার অথবা আত্মীয়ের বিরূদ্ধেও হয় অথবা তা ধনী বা গরীবের বিরূদ্ধে হয় কেননা আলাহই কেবল উভয়কেই উত্তমরূপে রক্ষা করতে পারেন। আর যদি তুমি ন্যায়কে বিকৃত কর অথবা ন্যায় বিচার করতে অস্বীকার কর নিশ্চয়ই আলাহ সব কিছুই অবগত রয়েছেন যা তুমি করতে চাও।”(ক্বোরান: ৪:১৩৫)